34188 - হজ্জ ও উমরার আদবসমূহ

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েব সাইটে হজ্জ ও উমরা আদায় করার পদ্ধতি পড়েছি। এমন কিছু আদব বা শিষ্টাচার আছে কি একজন হাজী ও উমরা পালনকারীর যেগুলোতে ভূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হজ্বের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সে সব মাসে নিজের উপর হজ্ব অবধারিত করে নেয় সে ব্যক্তি হজ্বের সময় কোন যৌনাচার করবে না, গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ্ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। সুতরাং ওহে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।"[সূরা বাকারা; ২: ১৯৭]

- তাই বান্দার উচিত হচ্ছে- বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্কে সম্মান দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে, তাঁর ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে হজ্জের কার্যাবলী সম্পন্ন করা। ধীরস্থির, গাম্ভীর্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর পূর্ণ অনুসরণ করে আমলগুলো আদায় করা।

- এ মর্যাদাবান স্থানগুলোতে আল্লাহ্র যিকির, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ (আল্লাহ্র প্রশংসা করা) ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা)- এ মশগুল থাকা। কেননা ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত বান্দা ইবাদতের মধ্যেই থাকে। হজ্জ কোন এমন কোন বিনোদনমূলক খেল-তামাশা নয় যে, কোন বিধি-নিষেধ ছাড়া মানুষ যেভাবে খুশি সেভাবে উপভোগ করবে; কিছু কিছু মানুষকে যেভাবে করতে দেখা যায়। আপনি দেখবেন, কিছু কিছু লোক এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হাসি-তামাশা ও অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরার মত গর্হিত কাজগুলোতে মেতে থাকে যেন মজা করা ও তামাশা করার জন্য হজ্জের বিধান আরোপ করা হয়েছে।

- হাজীসাহেব ও অন্যদের উপর আল্লাহ্ যা কিছু ওয়াজিব করেছেন সেগুলো রক্ষা করে চলা ওয়াজিব। যেমন- সময়মত জামাতের সাথে নামায আদায় করা, সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে নিষেধ করা।

- হাজীসাহবেরে কর্তব্য মুসলমানদরে উপকার করা। দকি-নর্দিশেনা দয়ো ও প্রয়োজনে সহযোগতিা করার মাধ্যমে তাদরে প্রতি ইহসান করা, দুর্বলদরে প্রতি দয়া করা। বশিষেত যে স্থানগুলোতে দয়া করা প্রয়োজন; যমেন ভড়িরে জায়গা ও এ ধরণরে অন্য অবস্থাগুলোতে। কারণ মাখলুকরে প্রতি দয়া আল্লাহ্র দয়াকে আনয়ন করে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদরে মধ্যে শুধু দয়ালুদরে প্রতি দয়া করনে।

- যনৌাচার, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও অসত্যরে পক্ষে তর্ক পরত্যিাগ করা। তবে, সস্থানে সত্যরে পক্ষে তর্ক করা ওয়াজবি।

- মানুষরে উপর অন্যায় করা, তাদরেকে কষ্ট দয়ো থকেে বরিত থাকা। গীবত, নামমিা (কান-কথা লাগানো), গালি-গালাজ, মারামারি ও বগোনা নারীদরে দকিে তাকানো ইত্যাদি থকেে বচেঁে থাকা। এগুলো ইহরাম অবস্থাতে হারাম, ইহরাম ছাড়াও হারাম। তবে ইহরাম অবস্থায় এগুলোর হারাম হওয়া আরও বশেি জোরালো হয়।

- পবত্রি স্থানগুলোর সাথে মানানসই নয় এমন যে সব কথা অনকে মানুষ বলে থাকে সগেুলো থকেে বরিত থাকা। যমেন- কউে কউে জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করে বলে যে, শয়তানকে কঙ্কর মরেছে,ি কউে কউে গালি দয়িে বসে কংিবা জুতা নক্ষিপে করে ইত্যাদি যে সব কর্ম নম্রতা ও ইবাদতরে মজোজরে সাথে মলিে না এবং জমরাতে কঙ্কর নক্ষিপেরে উদ্দশ্যেরে সাথে এগুলো সাংঘর্ষকি। কঙ্কর নক্ষিপেরে উদ্দশ্যে হচ্ছে- আল্লাহ্র যকিরি (স্মরণ)-কে প্রতষ্ঠিতি করা।

সূত্র: শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন লখিতি ‘আল-মানহাজ লি মুরদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ’ পুস্তকিা।